"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক সম্প্রসারণ এর কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

নং-৩৩.০১.০০০০.২০০.৯৯.০১৮.২৫-১১০৪

১৩ পৌষ ১৪৩২বঙ্গাব্দ
তারিখ: ---------------------------
২৮ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: তীব্র শীতে হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর যত্নে খামারিদের করণীয় প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সারা দেশে শৈত্য প্রবাহ চলমান। এমতাবস্থায়, হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর যত্নে খামারিদের করণীয় সর্ম্পকে সংযুক্ত পত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হলো। বিষয়টি অবগত সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৮/১২/২৫

ডা. বেগম শামছুননাহার আহম্মদ
পরিচালক, সম্প্রসারণ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিচালক
বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ

অবগতির জন্য অনুলিপি:-
১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। অফিস কপি।

Scanned with CamScanner

গবাদিপশুর শীতকালীন যত্নে করণীয়:

১. বাসস্থান: শেডের চারদিকে পাটের চট বা পলিথিন দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে যাতে ঠান্ডা বাতাস না ঢুকতে পারে। প্রয়োজনে গরুকে পুরাতন কম্বল বা পাটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে। সূর্যালোক দেখা দিলে অল্প সময়ের জন্য গবাদি পশুকে শেডের বাহিরে নেয়া যেতে পারে। ছাগল/ভেড়ার ক্ষেত্রে কাঠের/ বাঁশের তৈরি মাচা ব্যবহার করতে হবে।

২. খাদ্য অভ্যাস: শীতকালে গবাদিপশুকে অধিক ক্যালরিযুক্ত খাবারের (ভুট্টা, গমের ভুষি, সয়াবিন, সরিষা বা তিলের খৈল, চিটাগুড়) ব্যবস্থা করতে হবে। তবে পশুর কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে পর্যাপ্ত পরিমানে আঁশ জাতীয় খাবার যেমন: সাইলেজ, সবুজ ঘাস, শুকনো খড়, সরবরাহ করা যেতে পারে।

৩. পানি: শীতকালে সকল প্রাণীর পানি পানের পরিমান কমে যায়। বাসি, ঠান্ডা পানি পরিবেশন থেকে বিরত থাকতে হবে। গবাদিপশুর জন্য হালকা গরম পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: অতিরিক্ত শীতে গবাদিপশুর ঘর নিয়মিত শুকনা ও পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রয়োজেনে ফ্লোর ম্যাট ব্যবহার করতে হবে।

৫. বাছুরের যত্ন: ঠান্ডায় নবজাতক বাছুর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বাছুর / ছাগল ছানার শরীর গরম রাখতে অবশ্যই গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে এবং থাকার স্থান পুরু করে শুকনো খড়/ পাটের বস্তা বিছিয়ে দিতে হবে।

৬. রোগ ব্যাধি: নিয়মিত গবাদিপশুর ঘর জীবানু নাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে এবং সময়মত সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় পরজীবির সংক্রমন থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করতে নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

হাঁস-মুরগির শীতকালীন যত্নে করণীয়:

১. হাঁস-মুরগির বাসস্থান: শীতকালে হাঁস-মুরগির ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে ঘরের চারপাশ চটের বস্তা বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বাড়ন্ত ব্রয়লার এবং লেয়ার মুরগির ঘরের পর্দা প্রয়োজনে উঁচ/নিচু করে যথাযথ ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে শেডের ভেতরে অতিরিক্ত এমোনিয়া গ্যাস জমতে না পারে।

২. লিটার ব্যবস্থাপনা: লিটার পদ্ধতির ঘরে শুকনো ধানের তুষ বা কাঠের শেভিংশ কমপক্ষে ৩ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে এবং প্রতিদিন লিটার নাড়াচাড়া করতে হবে। ভেজা/ জমাট বাঁধা লিটার পরিবর্তন করতে হবে যেন অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরী না হয়।

৩. বাচ্চার ঘনত্ব: ঘরে হাঁস-মুরগির ঘনত্ব অতিরিক্ত হলে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি তৈরী করতে পারে সে জন্য অতিরিক্ত ঘনত্ব পরিহার করতে হবে।

৪. বাচ্চার ব্রুডিং: শীতকালে বাচ্চা ব্রুডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রুডিং এর জন্য বৈদ্যুতিক বাল্ব/ হিটার অথবা গ্যাস ব্রুডার ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষকরে প্রথম সপ্তাহে ব্রুডারে তাপমাত্রা সঠিক রাখতে হবে অন্যথায় গাদাগাদি করে ছোট বাচ্চার মৃত্যু হতে পারে।

৫. আলোক ব্যবস্থাপনা: শীতকালে দিনের আলো স্বল্পতায় ডিমের উৎপাদন নির্বিঘ্ন রাখতে ১৪-১৬ ঘন্টা আলো নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে দিনের বেলায় বাল্ব/আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

৬.খাদ্য ব্যবস্থাপনা: উচ্চ ক্যালরীযুক্ত খাবার সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সয়ামিল/সয়াবিন তেল খাবারের সাথে যুক্ত করতে হবে।

Scanned with
CamScanner

৭. পানি ব্যবস্থাপনা : প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ নিশ্চিত করতে হালকা গরম পানি সরবরাহ করা যেতে পারে। পানি বেশী ঠান্ডা হয়ে গেলে পরিবর্তন করে দিতে হবে।

৮.ভ্যাক্সিনেশন: শ্বাস যন্ত্রের সংক্রমন, সিআরডি ও ভাইরাল রোগ প্রতিরোধে নির্ধারিত টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে দেশি মুরগীতে **রানীক্ষেত ও ফাউল পক্স** রোগের টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে শীতকালীন মৃত্যু হার কমে আসবে। পাশাপাশি ঘর পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত, দর্শনার্থী সীমিতকরন সহ প্রবেশ পথে ফুট বাথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

www.dls.gov.bd ওয়েব সাইটে "প্রাণিসম্পদ আবহাওয়া নির্দেশিকা" থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে ধারণা নেয়া যাবে।

* কোন কারণে গবাদিপশু / হাঁস-মুরগী অসুস্থ হলে দ্রুত স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করে চিকিৎসা নিতে হবে।

২৫/১১/২৫
ডাঃ বেগম শামছুন নাহার আহম্মদ
পরিচালক (সম্প্রসারণ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

Scanned with CamScanner